লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের ওপর হাদীসশাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ 'প্রচলিত জাল হাদীস'এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ

এসব হাদীস নয়

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

এসব হাদীস নয় : ১

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩

ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫

E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪২৪ হি. = সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈ.

দ্বিতীয় প্রকাশ : মহররম ১৪৩৮ হি. = অক্টোবর ২০১৬ ঈ.

মূল্য	স্বত্ব
২৪০ (দু'শ চল্লিশ) টাকা	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Eshob hadith noi By Maolana Mutiur Rahman, Edited By Maolana Muhammad Abdul Malek, Published by Department of Publication Markazud Dawah Alislamia Dhaka.

Price : Tk. 240.00 Us$ 8.00.

লেখকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকর, তিনি অধমকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের খেদমতের তাওফীক দান করেছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ভূমিকা ও মূল কিতাব– দু'টি অংশে বিভক্ত। ভূমিকাটি লিখেছেন মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর উলূমূল হাদীস বিভাগের প্রধান মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেব।

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর তাহকীকী আলোচনা করেছেন :

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত
হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি
হেফাযতের মর্ম
জাল রেওয়ায়েত ও জালকারীদের পরিণতি
কয়েকটি জরুরি জ্ঞাতব্য
সহীহ হাদীসের উৎস
জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কবীরা গোনাহ
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয
জাল হাদীসের পরিচয়
কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরি নয়
হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম গ্রহণযোগ্য নয়
শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান
একটি জরুরি সতর্কীকরণ

হাদীস হিসেবে পরিচিত কোন কথা বা উক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 'এটি হাদীস নয়' বিষয়টি যেমন স্পর্শকাতর, তেমনি সুকঠিন এবং জটিলও বটে। তাই আলোচ্য কিতাবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞদের ওপর। তাঁদের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীসের ওপর জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার হুকুম লাগানো হয়নি।

আলোচ্যগ্রন্থটির বিন্যাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার :

(ক) এ কিতাবে শুধু সেসব বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রায় সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে জাল বা ভিত্তিহীন।[১]

(খ) এ গ্রন্থে সূক্ষ্ম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি, পুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন হওয়া সত্ত্বেও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে, এর প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপন যেন কঠিন না হয়ে যায়।

(গ) এ গ্রন্থে অনেক জায়গায় কোন কোন মুহাদ্দিসের বিশেষণ হিসেবে 'হাফেয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'হাফেযে হাদীস' ও 'হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তি।' হাদীস ও আসমাউর রিজালের পরিভাষায় শুধু কুরআনের হাফেযের ক্ষেত্রে 'হাফেয' শব্দের ব্যবহার নেই।

(ঘ) প্রায় প্রত্যেক রেওয়ায়েতের মান উল্লেখ করার পাশাপাশি আলোচিত রেওয়ায়েত-বিষয়ক সহীহ হাদীস বা সঠিক তথ্য পেশ করা হয়েছে।

(ঙ) প্রতিটি কথা হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং বিদগ্ধ ইমামদের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে।[২]

---

(١) فَلَمْ يُذْكَرْ فِيْ هٰذَا الْقِسْطِ الْأَوَّلِ مِنْهُ مَا فِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ النُّقَّادِ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ وَالْبُطْلَانِ، اَللّٰهُمَّ إِلَّا رِوَايَاتٍ عِدَّةً، رُبَّمَا لَا تَزِيْدُ عَلٰى ثَلَاثَةٍ، ذُكِرَتْ لِوَهَاءِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا.

(٢) فَلَيْسَ الْأَحْكَامُ الَّتِيْ ذُيِّلَتْ بِهَا هٰذِهِ الرِّوَايَاتُ الْمَوْضُوْعَاتُ مِنْ قِبَلِنَا نَحْنُ، حَتّٰى يُقَالَ: مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ وَمَا مَدٰى وُقُوْفِهِمْ عَلٰى كُتُبِ الْحَدِيْثِ لِيَحْكُمُوْا عَلَى الْحَدِيْثِ بِأَنَّهٗ لَا أَصْلَ لَهٗ أَوْ لَا يُوْجَدُ فِيْ كِتَابٍ، وَكَمْ مِنْ كِتَابٍ حَدِيْثِيٍّ لَمْ يَقِفُوْا عَلَيْهِ، فَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثَ فِيْهَا!!

لَا عِبْرَةَ بِهٰذِهِ الْوَسَاوِسِ أَصْلًا، فَإِنَّ كُلَّ مَا حُكِمَ بِهٖ عَلٰى رِوَايَاتِ الْكِتَابِ فَمِنَ النُّقَّادِ الْمُعْتَمَدِيْنَ وَمِنَ الْمَصَادِرِ الْمُعْتَمَدَةِ. (عَبْدُ الْمَالِكِ)

(চ) এ পুস্তকে শুধু সেসব রেওয়ায়েতই স্থান পেয়েছে, যেগুলো এ দেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এমন নয় যে, সব জাল বা সব ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত এখানে স্তূপ করে দেওয়া হয়েছে, যা পাঠক-সাধারণের জন্য তেমন উপকারী নয়। তবে এমন হতে পারে যে, একটি রেওয়ায়েত কোন এলাকার মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও মুখরোচক আর অন্য এলাকার লোকদের তা জানাই নেই। তাই কোন রেওয়ায়েত পড়ে শুধু নিজের অবগতির ভিত্তিতে এমন আপত্তি করা ঠিক হবে না যে, অযথা এ রেওয়ায়েত কেন উল্লেখ করা হল, কোন বোকাও তো একে হাদীস মনে করে না।

ঢাকার এক খতীবকে জুমার খুতবায় বলতে শোনা গেছে, 'রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْإِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ.

'ভুল ও বিস্মৃতির সমষ্টিই মানব' অথচ আমার মনে হয় না, কোন তালেবে ইলম এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি হবে যে, কোন মানুষ একেও হাদীস মনে করে।

(ছ) রেওয়ায়েতগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হয়।

(জ) পুস্তকাটি এই বিষয়ের প্রথম পর্ব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে প্রয়োজনে এতে আরও সংযোজন হতে থাকবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

(ঝ) এতে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের জন্য জরুরি নয়, বরং আহলে ইলমের জন্য উপকারী, সেগুলো আরবী ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের শোকর আদায় করছি, যাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানের ফলেই এ বিষয়ে লেখা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে সবই তিনি অক্ষরে অক্ষরে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। তাছাড়া তাঁর বরকতে গ্রন্থটি সমকালীন আকাবির উলামায়ে কেরামের সম্পাদনা, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং তাঁদের অতিমূল্যবান মতামত লাভে ধন্য হয়েছে।

এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, তাই কেউ ত্রুটিবিচ্যুতি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

সূচিপত্র

ভূমিকা/৩১
হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত/৩৩
হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি/৩৫
হেফাযতের মর্ম/৩৫
জাল রেওয়ায়েত ও জালকারীর পরিণতি/৩৬
কিছু জরুরি বিষয় : সহীহ হাদীসের উৎস/৩৮
জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কবীরা গোনাহ/৪০
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয/৪২
জাল হাদীসের পরিচয়/৪৫
কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরি নয়/৪৬
হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম গ্রহণযোগ্য নয়/৪৯
শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান/৫০
কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম/৫৩
কাশ্‌ফের পরিচয়/৫৩
ইল্‌হাম/৫৪
কোন কোন বুযুর্গের বাণী বা লিখনীতে
ভিত্তিহীন বর্ণনা কীভাবে এল/৬০
একটি জরুরি সতর্কীকরণ/৬৫

আলোচিত ভিত্তিহীন, মওযূ ও জাল বর্ণনাসমূহ

আল্লাহ তাআলা ছিলেন গুপ্তভাণ্ডার/৭৩
আহমদে বে-মীম/৭৫
ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে/৭৫
মেরাজের নব্বই হাজার কালাম/৭৬
আপদ-বিপদে কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও/৭৮
মন নাগুনজম দর যমীন ও আসমাঁ/৭৮

কলব আল্লাহ তাআলার ঘর/৭৮
কলবুল মুমিনি আরশুল্লাহ/৭৯
আমি ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গী/৭৯
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর/৮০
ইলম অন্বেষণে সত্তর নবীর সওয়াব/৮১
আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সওয়াব/৮৩
আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার সওয়াব/৮৩
একই বক্তব্যের আরও কিছু জাল বর্ণনা/৮৪
* হক্কানি উলামায়ে কেরামের সংশ্রবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/৮৬
আলেমের মজলিস হাজার রাকাত নফল থেকেও উত্তম/৮৯
একজন আলেমকে সম্মান করা সত্তরজন নবীকে সম্মান করার সমান/৯০
আলেমের পেছনে নামায যেন নবীর পেছনে নামায/৯০
চার হাজার চার শ চুয়াল্লিশ নামায/৯১
এ উম্মতের আলেম বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য/৯১
আলেম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ/৯৩
জান্নাতীরাও আলেমের মুখাপেক্ষী/৯৩
শবে বরাতের গোসল/৯৪
শবে কদরের গোসল/৯৫
* শবে কদরের ফযীলত/৯৫
ত্রিশ তারাবীর ত্রিশ ফযীলতসম্বলিত জাল বর্ণনা/৯৬
বিদায়ি জুমায় উমরি কাযার সওয়াব/১০৩
রমযানের শেষ জুমার নামায সম্পর্কে আরও দু'টি জাল বর্ণনা/১০৪
আযান ও ইকামতের শব্দসমূহের শেষ হরফ সাকিন হবে/১০৫
আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে/১০৬
আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকি নষ্ট হয়ে যায়/১০৭
আযান বা ইকামতে নবীজীর নাম শুনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া/১০৭
মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা/১১১
এ বিষয়ের আরেকটি জাল বর্ণনা/১১১
উপরোক্ত জাল বর্ণনাটা এভাবেও বলা হয়/১১১
আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত/১১২
পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের পাঁচ প্রকার সওয়াব/১১২

পাগড়িসহ দু'রাকাতে ৭০ রাকাত/১১৩
বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাতে ৭০ রাকাত/১১৫
একই বিষয়ের আরও জাল বর্ণনা/১১৬
প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ পালন/১১৬
সপ্তাহের রাত-দিনের নফল নামায/১১৭
শনিবার দিনের নফল নামাযের জাল বর্ণনা/১১৯
বছরের অন্যান্য সময়ের নামায/১২১
শবে মেরাজ/১২২
শবে বরাত/১২৩
স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ/১২৫
মুমিনের ঝুটা ওষুধ/১২৬
মুমিনের থুথু ওষুধ/১২৭
পাকস্থলি সকল রোগের কেন্দ্র/১২৮
লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ/১২৮
এ বিষয়ক আরেকটি জাল বর্ণনা/১২৯
নখ কাটার নিয়ম/১২৯
যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান/১৩১
যে নিজকে চিনল সে রবকে চিনল/১৩১
প্রতি ৪০জনে একজন ওলী/১৩২
আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত/১৩৩
মরার আগে মর/১৩৩
আন্না-সু কুল্লুহুম হালকা/১৩৪
আযানের দুআয় 'ওয়াদ্ দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি/১৩৫
আযানের দুআয় 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' বৃদ্ধি/১৩৬
নামায শেষে 'হায়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম...'/১৩৭
* একটি জরুরি সতর্কীকরণ/১৩৮
মায়্যিতের জন্য খতমে তাহলীল/১৩৯
ইবাদতে কোন বেদআত নেই/১৩৯
পৃথিবী ষাঁড়ের শিঙের ওপর/১৪০
কিসসা-কাহিনী/১৪০
ইসরাঈলী রেওয়ায়েত/১৪২

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত-বিষয়ক ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা

ভূমিকা/১৪৯
মুহাম্মাদ নামের সকল ব্যক্তি এবং তাদের পিতাগণ জান্নাতী/১৫৩
আমার নামে সন্তানের নাম রাখ ... জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না/১৫৪
মেরাজে জিবরাঈল (আ.)এর সঙ্গ ত্যাগ/১৫৫
সংযোজন : দু'টি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত/১৫৭-১৫৯
জুতো নিয়ে আরশ গমন/১৫৯
রাতের আঁধারে নবীজীর নূরে সুই পাওয়ার ঘটনা/১৬১
আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না/১৬৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া প্রসঙ্গ/১৭০

নূরে মুহাম্মাদিবিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহ

ভূমিকা : 'নূর' শব্দের অর্থ ও ব্যবহার/১৭৩
কোন্ নূর ফযীলতের মাপকাঠি/১৭৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশার হয়েও নূর/১৭৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক কীসের তৈরি?/১৮৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন/১৮৯
সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদি ... /১৯১-১৯২
নবীজীর নূরের বয়স-বিষয়ক জাল বর্ণনা/১৯৫
হযরত আদম (আ.)এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর আগে আমি (রাসূল) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম/১৯৫
'আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ... আমার নূর দ্বারা আবু বকর ... আবু বকরের নূর দ্বারা উমর ...'/১৯৭
* জাল রেওয়ায়েতের বিপরীতে সহীহ হাদীসসমূহ/১৯৮
নূরে মুহাম্মাদি-বিষয়ক সুদীর্ঘ জাল রেওয়ায়েত (আরবী)/২০৫-২১৪
'প্রমাণিত হাদীসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' : একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর/২১৫-২৩৯
তথ্যপঞ্জি/২৪১-২৬৪ #

কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরি নয়

৪. মওযূ তথা জাল হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত– এক, যার অর্থ ও বিষয়বস্তুই বাতিল। এগুলো হাদীসে নববী হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। এ ধরনের মওযূগুলোকে চিহ্নিত করলে তাতে কারও কোন আপত্তি থাকে না। কেননা, প্রত্যেকেই জানে যে, বাতিল কথা কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হতে পারে না।

দুই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জালকারীরা হাদীস জাল করতে গিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তারা একেবারে বাতিল কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণনা করে প্রথমেই নিজেকে অপমানিত করার চিন্তা করেনি, বরং সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও হেকমতপূর্ণ বাণী অথবা বাহ্যত সুন্দর মনে হয় এমন বাণী নিজ থেকে বানিয়ে বা কোথাও থেকে 'নকল' করে রাসূলের বাণী হিসেবে প্রচার করেছে।

মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা এবং মিথ্যুক সর্বাবস্থায় মিথ্যুক। সে যে মুখোশেই সামনে আসুক না কেন– গোপন থাকতে পারবে না; বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে। তাছাড়া হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যুকদের আল্লাহ তাআলা কখনোই ছাড় দেন না। ওদের মিথ্যা প্রকাশ করেই দেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই সুন্দর উপদেশের নামে রেওয়ায়েত জালকারীরাও হাদীস বিশেষজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিতে পারেনি। তাদের বানানো হাদীস জাল হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং জালকারীদের নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় এসে গেছে।

এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়েত সম্পর্কে যদি লোকদের সতর্ক করা হয়, তখন কেউ কেউ বলে যে, এ কথাটি তো সত্য। ভালোই মনে হচ্ছে। বাতিল, মন্দ বা ভুল কিছু নয়, একে তুমি জাল বলছ কেন?

যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের আসলে মিথ্যার অর্থই জানা নেই। সবাই জানে যে, অবাস্তব দাবিকেই মিথ্যা বলা হয়। যেমন কারও ব্যাপারে এমন কথা বলেছে বলে দাবি করা হল যা সে বলেনি। একে তার প্রতি মিথ্যারোপ বলা হয়, সে কথা মন্দ হোক আর ভালোই হোক।

সুতরাং যে বাণী আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেননি, যদিও তা ভালো হয় বা কারও কাছে ভালো মনে হয়, তবুও কিছুতেই তাকে রাসূলের বাণী বলা জায়েয হবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে এটা হবে রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ, যা